কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-২

মাসুদা সুলতানা রুমী

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-২

মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা।

মোবাইলঃ ০১৭১১১২৮৫৮৬, ০১৫৫২৩৫৪৫১৯

www.amarboi.org

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-২
মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রকাশক
এ এম আমিনুল ইসলাম
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
ওয়ারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা।
ফোনঃ ০১৭১১ ১২৮৫৮৬, ০১৫৫২ ৩৫৪৫১৯

প্রথম প্রকাশ
মহররমঃ ১৪৩১ হিজরী
জানুয়ারীঃ ২০১০ ইংরেজী

৫ম প্রকাশঃ
সেপ্টেম্বর'২০১৪ ইংরেজী

গ্রন্থস্বত্বঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পোজ ও ডিজাইন
প্রফেসর'স কম্পিউটার
মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণঃ
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা

PPBN-059
ISBN-984-31-1426-0

বিনিময় মূল্যঃ ২৫ টাকা মাত্র।

Amra kamon Musalman? by Masuda Sultana rumi and Published by **Professor's** Publication, Moghbazar, Dhaka-1217. Price: Tk.25.00 only.

www.amarboi.org

লেখিকার কথা

কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আমাদের অনেকের মন মানসিকতা। আমরা জানি অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেই কুসংস্কার বেশী। আগের তুলনায় এখন শিক্ষার হার বেশী কিন্তু সেই তুলনায় কুসংস্কারের হার কমেনি। বরং যতো শিক্ষার হার বাড়ছে কুসংস্কারও যেন ততো বাড়ছে। এই নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে কুসংস্কার তা হলো, তারা সব কুসংস্কারের জন্য দায়ী করে ইসলামকে। এদিকে ইসলাম সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। তারা কুসংস্কারকেই মনে করে ইসলাম। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা আমাকে যতোটুকু ইলম দিয়েছেন, যতোটুকু যোগ্যতা দিয়েছেন, আর যতোটুকু সামর্থ দিয়েছেন তার সবটুকু প্রয়োগ করে এই বিভ্রান্তি নিরসন করতে চাই। আমার লেখায় সামান্য কিছু মানুষও যদি সার্বিক বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন, তবে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। পুস্তিকার মধ্যে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে দয়া করে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

আমার লেখা 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১' পুস্তিকাখানি ইতিপূর্বে পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকেরা এই বিষয়ের উপর আরও কিছু লেখার জন্য অনুরোধ করছিলেন। তাসনিয়া বই বিতানের মালিক আব্দুর রব ভাই দেখা হলেই বলতেন, আপা কুসংস্কারের উপর আরো কিছু লেখেন। বিশেষ করে আমার ভাইয়া কবি আব্দুল হালীম খাঁ প্রায়ই বলতেন কুসংস্কারের উপর আর একটা বই লেখ। যা হোক, সবকিছু মিলিয়েই এই বইয়ের অবতারণা। আমার বইখানি যেন হয় আমার মুক্তির ওয়াছিলা। সওয়াবটুকু পৌছে দেন আমার প্রিয় নবীজি (সা:) এর উপর। আমার কবরবাসী আত্মীয় স্বজনের প্রতি–এবং সুসাহিত্যিক খন্দকার আবুল খায়ের ও আব্বাস আলী খান সাহেবের প্রতি। আমার লেখা আরো ৪/৫টি বই জনাব আমিনুল ইসলাম ভাই প্রকাশ করেছেন। এই বইটিও প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহ তার শ্রমকে কবুল করুন। বইটির ব্যাপারে যদি কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টি গোচর হয় তা জানালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনে আন্তরিক হবো, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমার সংশ্লিষ্ট এইসব ভাই বোনদের উত্তম যাজা দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

–মাসুদা সুলতানা রুমী

২৫.০১.২০১০ইং

www.amarboi.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-২

৩০/৪০ বছর আগের তুলনায় বর্তমানে কুরআন হাদীসের চর্চা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে, একথা মানতেই হবে। সেই সাথে শির্ক বিদ'য়াতীও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

ইদানিং শহর এবং প্রত্যন্ত গ্রামেও সভা, বৈঠক, জামাত বা তালিম নামে বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠান হচ্ছে মহিলাদের নিয়ে। যার মাধ্যমে কুরআনের নির্দেশ হাদীসের উপদেশ, শুদ্ধ করে কুরআন পড়া, কুরআন অর্থসহ বুঝে পড়া। বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল, ইবাদাত ও বিদ'য়াতের পার্থক্য, সর্বোপরি শিরক সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে মহিলারা।

আমাদের সমাজের পুরুষরা অনেকেই নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে না পড়লেও জুমুয়ার নামাজ ও দুই ঈদের নামাজে যায়, এরপর বিভিন্ন সভা-সমিতি, ওয়াজ মাহফিলেও যায়। কিন্তু আমাদের নারী সমাজ ধর্মীয় এইসব অনুষ্ঠানাদি থেকে মোটামোটি মাহরূমই থাকে।

বর্তমানে তালিম-বৈঠকের মাধ্যমে যদিও অনেক কিছু জানতে পারছি, তারপরও অনেক বিদ'য়াতী আমল আমাদের ইবাদাতের মধ্যে জড়িয়ে আছে। নতুন কিছু বিদ'য়াত তৈরীও করা হচ্ছে।

তাছাড়া শিরক-বিদ'য়াতী মনোভাবাপন্ন পুরুষের চেয়ে মহিলাই বেশী। একদল তো বিদ'য়াতকে আসল ইবাদতের চেয়েও যেন বেশী ভালোবাসে। বিদ'য়াত সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে যেনো তাদের কলিজায় আঘাত লাগে। অনেক ক্ষেত্রে বিদ'য়াতকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে প্রাণান্তকর চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

বিদ'য়াতের কিছু ধরন

আমার পরিচিত এক খালাম্মার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মনটা খারাপ হলো। খালাম্মা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। ১৯৯৬ইং সালের প্রথম দিকে খালাম্মার সাথে পরিচয়। তারপর এই দীর্ঘ পনের বছর। নির্দিষ্ট একটা প্রোগ্রামে প্রতিমাসে একবার খালাম্মার বাসায় যেতাম। খালাম্মা দেখতে যেমন সুন্দরী ছিলেন, আচার ব্যবহারেও অত্যন্ত সুন্দর। তিন ছেলে চার মেয়ের মা। খুব নম্রভাষী ছিলেন খালাম্মা। সবচেয়ে বড় কথা হলো খালাম্মার তিন ছেলে, চার মেয়ে এবং তিন

www.amarboi.org

ছেলে বউ সবাই মোটামুটি ধার্মিক। তাদের সাথেও আমার খুব ভালো সম্পর্ক। খালাম্মাকে শেষ দেখা দেখতে আর তার আত্মীয় স্বজনদের শান্তনা দিতে গেলাম।

বাড়ী ভর্তি মানুষ থৈ থৈ করছে। খালাম্মার লাশ বারান্দার এক পাশে খাটিয়ার উপর রেখে তিন পাশে অনেকে নারী পুরুষ বসেছে কুরআন খতম করার জন্য। উদ্দেশ্য লাশ কবরে দেওয়ার আগেই কুরআন খতম করে সওয়াব বখসে দিবে। খালাম্মার এক ছেলে দীর্ঘ মুনাজাত করলেন সবাইকে নিয়ে, মায়ের জন্য।

অন্যদিকে পুকুর পাড়ে আম বাগানে বিরাট বিরাট ডেকচিতে রান্না হচ্ছে। হয়ত যারা দেখতে এসেছে সবাইকে খাওয়ানো হবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মুমূর্ষ লোকদের সামনে সূরা ইয়াসিন পাঠ কর।" এর তাৎপর্য সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী (রহ.) বলেন, "এর তাৎপর্য এই যে, মৃত্যুমুখে পতিত মুসলমানের মনে এর দরুণ মৃত্যুকালে সমস্ত ইসলামী আকীদাই তাজা ও নতুন হয়ে ওঠে, যা বিশেষভাবে তার সামনে পরকালের পুরা নকশাটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দুনিয়ার জীবন নিঃশেষ হওয়ার পর তাকে পরবর্তী কোন কোন সব মনযিলের সম্মুখীন হতে হবে তা সে স্পষ্ট জানতে পারে। এ কল্যাণ দৃষ্টির পূর্ণতা বিধানের জন্য আরবী বোঝে না, এমন লোকদের সামনে মূল সূরা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে তার তরজমাও পড়ে শুনানো আবশ্যক। এর সাহায্যেই নসীহত ও স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কাজটি পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন হতে পারে।"

লাশের পাশে বসে কুরআন পড়ার কোনো নিয়ম নেই। মানুষকে খাওয়ানো বিশেষ করে গরীব মানুষ, অভুক্তকে খাওয়ানো অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। সেই খাওয়ানো কি শুধু কেউ মারা গেলে খাওয়াতে হবে? রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যাদের আত্মীয় স্বজন মারা যায় তাদের বাড়িতে খানা পাঠাও।"

এখন তা উল্টো হয়ে গেছে। এখন যাদের আত্মীয় মারা যায় তারাই সবাইকে খাওয়ায়। ধনীদের তেমন সমস্যা না হলেও গরীবেরা ধার দেনা করে। ভিক্ষা করে হলেও মানুষকে খাওয়াবে। যা হিন্দু সমাজ থেকে আমাদের সমাজে এসেছে।

যাহোক, খালাম্মার ছোট মেয়েটা খুব কান্নাকাটি করছিল। "সবাইকে যেতে হবে বোন" বলে আরেফাকে শান্তনা দিলাম। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে-খালাম্মা মারা গেলেন। খালাম্মার ছেলের বউ ডেকে আমাকে বলল, "আপা এখন মাকে কবরে রাখা হচ্ছে আপনি একটু দোয়া করেন আমাদের সবাইকে নিয়ে। বললাম, "আপা মৃতের জন্য জানাযার নামাজই সম্মিলিত সর্বশেষ দোয়া। এখন আর সবাইকে নিয়ে দোয়া করার প্রয়োজন নেই।" এসব কথা বলছি, এমন সময় একজন এসে বলল, "আপা মাটি নিয়ে এসেছে, দোয়া করে দিতে বলেছে।"

www.amarboi.org

বুঝতে না পেরে বললাম, "কিসের মাটি।" উত্তর এলো, "কবরের মাটি।"

দেখলাম একটা ঝুড়িতে করে কিছু মাটি নিয়ে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আর মহিলারা সেই মাটি হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে কি যেনো দোয়া পড়ে দিচ্ছে। আমি বললাম, "এটা আবার কোন সিস্টেম?

একজন বলল, "সবাই মাটি ছুঁয়ে দেন, এই মাটি কবরে দেওয়া হবে, তাহলে সবাই কবরে মাটি দেওয়ায় শরিক হলেন।"

বললাম, "এ ধরণের কোনো নিয়মের কথা রাসূল (সা:) এর আমলে ছিলনা। সাহাবারাও কোনোদিন করেননি। এতো নতুন আবিষ্কার। আর প্রত্যেকটা নতুন আবিষ্কারই বিদ'য়াত।"

মহিলারা কেউ কেউ আমার কথা মানলেন। কেউ মানলেন না। একজন তো রীতিমতো অসন্তুষ্টই হলেন। তিনি বললেন, "এটা একটা আবেগের ব্যাপার—ভালোবাসার ব্যাপার।" বললাম, "ভালোবাসা আর আবেগ দেখাতে যেয়ে যদি বিদ'য়াতী করি। গুনাহের কাজ করি—তা কি উচিত হবে?"

ভদ্র মহিলা মুখ গোমরা করে অন্যদিকে চলে গেলেন। তাদের ধারণা বা বিশ্বাস। এই মাটি পড়ে দোয়া করে দিলে মাটি কবরবাসীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে।

কিন্তু তা কি সম্ভব?

নিজের আমল বা কাজ যদি ভালো না হয় তাহলে কারো দোয়ায় বা সুপারিশে অন্যকারো কবরের আযাব কিংবা জাহান্নামের আগুন নেভেনা। কবরের আযাব আর জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে সেই অনুযায়ী আমল বা কাজ নিজেকেই করতে হবে। আল্লাহপাক বলেন-

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًاوَّقُوْدُهَاالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ٥

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে সে আগুন থেকে বাঁচাও। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। (সূরা আত-তাহরীম-৬)

রাসূল (সা:) তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা:) এবং তাঁর ফুফু সাফিয়া (রা:)কে বলেছিলেন, "হে আমার কন্যা ফাতিমা! তোমার যদি কিছু নেওয়ার থাকে তা এখনই নিয়ে নাও। আখিরাতে তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারব না। হে আমার ফুফু সাফিয়া! তোমার কিছু নেওয়ার থাকলে তা এখনই নিয়ে নাও। মৃত্যুর পরে তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারব না।" (মুসলিম)

আর এক হাদিসে আছে– হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা:) একদিন বললেন, "আখেরাতে এমন তিনটি ভয়াবহ স্থান আছে, সেখানে কেউ

www.amarboi.org

কারো কথা মনে রাখবে না।" হযরত আয়েশা বলেন– আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল আপনারও কি আমার কথা মনে থাকবে না। আপনিও কি আমাকে ভুলে যাবেন।" রাসূল (সা:) বললেন, "হে আয়েশা সেই স্থান তিনটি এতই ভয়াবহ যে, আমারও তোমার কথা মনে থাকবে না। আমিও তোমাকে ভুলে যাব।" (বুখারী, মুসলিম)

আর একবার আব্দুল্লাহ বিন ওবাইয়ের জন্য মৃত্যুর পরে দোয়া করতে অনুরোধ করেছিলেন তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ। তখন রাসূল (সা:) বলেছিলেন, যদি সত্তর বারের অধিক দোয়া করলে আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করতেন (আব্দুল্লাহ বিন ওবাইর জন্য) তবে আমি তা-ই করতাম।" আল্লাহ বলেন,

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط

"হে নবী, তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো বা না করো, উভয় অবস্থাই তাদের জন্যে সমান।" (সূরা মুনাফিকুন-৫)

অর্থাৎ যার আমল (কাজ) জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত না তার জন্য রাসূল (সা:) এর দোয়াও কাজে লাগবে না। কারণ দোয়া পাওয়ারও যোগ্য হতে হবে এবং দোয়া করতেও হবে রাসূল (সা:)-এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী, তাঁর শেখানো পদ্ধতিতে।

আগামীকালের জন্য কি করেছ: আখেরাতের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস এবং ভয় যাদের আছে তাদের প্রত্যেকেরই দেখা উচিত–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ج

"হে ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য রাখে, সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।" (সূরা হাশর-১৮)

এই আগামীকাল বলতে মৃত্যু পরবর্তী সময়কেই বুঝানো হয়েছে।

মৃত্যুর পর মাত্র তিনটি আমল (কাজ) জারী থাকে। আর সব বন্ধ হয়ে যায়।

(১) সাদকায়ে জারীয়া (অব্যাহত চলতে থাকা সাদাকাহ)।

(২) এমন জ্ঞান দান যা মানুষের উপকারে আসে।

(৩) নেক সন্তান যা তার জন্য দোয়া করে।

আর যাদের মা বাবা আত্মীয় স্বজন কেউ মারা যায়। মৃত্যুর জন্য তাদের করণীয় থাকে চারটি আমল বা কাজ।

(১) মৃতের কোন ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা।

(২) অসিয়ত থাকলে তা পূরণ করা।

www.amarboi.org

(৩) তার জন্য দোয়া করা ।

(৪) তার আত্নীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সাথে উত্তম ব্যবহার করা ।

এছাড়া আর কোন আমল নেই । এছাড়া আর যা কিছু করা হবে তা সবই বিদ'য়াত । সবই কুসংস্কার ।

নির্ভেজাল মতাদর্শ ইসলাম

আমরা আগের তুলনায় শিক্ষিত হয়েছি ঠিকই কিন্তু কুসংস্কার মুক্ত হতে পারিনি । ইসলাম একটি স্বচ্ছ সুন্দর নির্ভেজাল জীবন বিধান । একটি পবিত্র নিষ্কলুস মতাদর্শের নাম । এখানে কোনো তেলেসমাতি, ভোজবাজি বা কুসংস্কারের স্থান নেই ।

রাসূল (সা:) এর কনিষ্ট পুত্রসন্তান ইব্রাহিম যেদিন মারা যান সেদিন সূর্যগ্রহণ ছিল । মুসলমানেরা কেউ কেউ বলাবলি করতে লাগলেন, আজ রাসূল (সা:)-এর পুত্র মারা যাওয়ার কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে ।

এ কথা শুনতে পেয়ে রাসূল (সা:) কড়া প্রতিবাদ করে বললেন, "আমার পূত্রের ইন্তেকালের সাথে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের কোনো সম্পর্ক নেই । চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ আল্লাহ সুবহানাল্লাতায়ালার এক একটি নিদর্শন । এর সাথে কারো ইন্তেকালের সম্পর্ক নেই ।"

কতো স্বচ্ছ, কতো স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা

কুরআন হাদিস এবং ইসলামের ইতিহাস পড়ে দেখুন কোথাও কোনো কুসংস্কার, বাড়াবাড়ি কিংবা অস্পষ্টতা নেই । কিন্তু ইবলিশ শয়তান অত্যন্ত চাতুরীর সাথে বিভিন্ন কুসংস্কার ইসলামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে । যা কুরআন এবং হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক । আফসোস! অধিকাংশ মুসলমান কুরআন হাদিসকে বাদ দিয়ে ঐ কুসংস্কারগুলিই নিষ্ঠার সাথে পালন করে ।

ইবলিশ আল্লাহকে অস্বীকার করেনা, আল্লাহর রাসূলকেও অস্বীকার করে না । শুধু অপকৌশলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা:) আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও শিক্ষার অপব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, পথভ্রষ্ট করে ।

প্রথম মানব মানবীকে এইভাবেই সে ধোকায় ফেলেছিল । সকল প্রকার কুসংস্কার আর বিদ'য়াত ইবলিশেরই কর্ম তৎপরতার কুফল ।

আরববিশ্ব তথা সারা বিশ্বে যখন সীমাহীন নৈতিক অধ:পতন, অশ্লীলতা, শির্ক, বে-ইনসাফী, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, ব্যাভিচার, নারীর অপমান, ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন ধর্ম ব্যবসা, মানবিক দায়িত্বহীনতায় জর্জরিত ছিল তখন মহান রাব্বুল আলামীন

www.amarboi.org

রাহমাতুল্লিল আলামীন রূপে পাঠালেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তিনি আসলেন সত্যদীনসহ সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী হিসাবে।

সুদীর্ঘ তেরো বছর রাসূল (সাঃ) মক্কায় প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ও ধৈর্য্যের সাথে দাওয়াতী কাজ করেছেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর বান্দা হওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন। সে দাওয়াতে তিনি একবারও বলেননি জুয়া, মদ্যপান, ব্যভিচার, মারামারি লুট পাঠ ইত্যাদি বন্ধ কর। তিনি তের বছর ধরে একটি কথাই বলেছেন।

"আল্লাহকে একমাত্র রব হিসাবে আর মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহর রাসূল হিসাবে মেনে নাও। আর আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করো। এই দাওয়াত দেওয়ার জন্যই তাঁকে নিযুক্ত করেছেন আল্লাহ সুবহানাল্লাতায়ালা।

আল্লাহর কাছে জবাবদিহীর ভয়-ই মানুষকে সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে ফেরাতে পারে। মানুষের ভেতর যদি আল্লাহর ভয় না থাকে। আখেরাতের শাস্তির ভয় না থাকে। আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের পুরস্কারের আকাংখা না থাকে। সে যদি রিসালাতকেই বিশ্বাস না করে কিংবা সে যদি এসব কিছু না-ই জানে তাহলে কেন মন যা চায়- তাই করা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে?

রাসূল (সাঃ) কিংবা তাঁর কোনো সাহাবার দাওয়াতে যখনই কোনো নারী-কিংবা পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে তখনই তার জীবন ধারা আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি পদক্ষেপে আল কুরআন ও হাদিস থেকে সে জেনে নিয়েছে তার করণীয় কাজটি।

আর তাই সে সমাজে এমন কাউকে পাওয়া যায়নি যে মুসলিম হওয়ার পরও সালাত আদায় করেনা কিংবা রোজা রাখে না। পর্দা করে না, যাকাত দেয় না, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জব্রত পালন করে না। অথবা সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, ব্যাভিচার, চুরি, ডাকাতি কিংবা এর যে কোনো একটিতে সে লিপ্ত আছে।

কারণ, সে নামাজ পড়েছে এমনভাবে যে তার নামাজ তাকে সমস্ত খারাবি থেকে রক্ষা করেছে। তার সিয়াম বা রোজা তাকে তাকওয়া সম্পন্ন করেছে। পর্দার হুকুম শোনার পর সে বলেনি আর কয়েকদিন পরে পর্দা করব। কিংবা আর একটু বয়স হোক। তার জীবনের সব সমস্যার সমাধান সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) দিক নির্দেশনা অনুযায়ী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার যাকাত তাকে এবং তার সম্পদকে পবিত্র করেছে।

তার হজ্ব তাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে গেছে। আগুনে প্রবেশ করতে মানুষ যতখানি ভয় করে- সূদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতিকে সে তার

www.amarboi.org

চেয়েও বেশী ভয় করেছে। সে তার কৃতকর্মের জন্য তওবা এস্তেগফারকারী, ভাবিষ্যত কর্মে শয়তানের অনিষ্ট থেকে তার রবের আশ্রয়প্রার্থী।

কারণ সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। রিসালাতে বিশ্বাস করে, আখেরাতের প্রতি আছে তার দৃঢ় বিশ্বাস। কোনো অবস্থাতেই তার দ্বারা তার বিশ্বাসের বিপরীত কাজ হতে পারে না বা হয়নি।

আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট

আমাদের সমাজে অনেক ধার্মিক পিতা মাতার ঘরেই দেখা যায় বে-নামাজি এবং বে-পর্দা ছেলে-মেয়ে। নামাজের জন্য বকাঝকা করলে হয়ত পড়ে না বললে পড়ে না। সকালে ডাকতে ডাকতে হয়রান না হলে ফজরের নামাজ পড়েই না। ডাকলেও মাঝে মধ্যে বেশ বিরক্তি ভাব দেখায়। মাঝে মধ্যে স্বাভাবিক থাকে। পর্দা বা হিযাবের ব্যাপারটাতে আরো কঠিন। এর বিপরীতও আছে। একবার এক মাদ্রাসায় বেশ বড় মাহফিল। আলিম ফাষ্ট ইয়ার কিংবা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে এই বয়সী এক মেয়ে আমার কাছে এসে একটু ইতস্তত করে বলল, " আলাম্মা আপনাকে একটি কথা বলব। বললাম বল, মেয়েটি যা বলল তার সারমর্ম হলো তার মা মোটেও পর্দা করেন না। কুরআন হাদিসও পারে না। একটু পরেই এ বৈঠকে আসবে। আমি যেন পর্দা আর কুরআন হাদিস পড়া সম্পর্কে কিছু বলি।"

আমার এতদিন ধারণা ছিল মায়েরা মেয়েদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করে। মাকে নিয়ে মেয়ের টেনশন দেখে সত্যি খুব ভালো লাগলো। এমন মেয়ে যদি আমাদের ঘরে ঘরে জন্ম নিত।

আমার অতি পরিচিত পর্দানশীন এক ভদ্র মহিলা কন্যা সন্তান নেই পুত্র সন্তানের মা। ছেলের পছন্দ করা মেয়েকেই বউ করে ঘরে এনেছেন। বিয়ের আগে ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "বাবা মেয়েটি পর্দা করে তো?"

ছেলে আমতা আমতা করে বলল, "এখনও ঠিক মত করে না তবে পরে করবে।"

বিয়ের পর দেখা গেল মেয়েটি পর্দা করে না। আর মেয়ে পর্দা করবে কি? মেয়ের মা, ফুফু, খালা, চাচী, কেউ পর্দা করে না। ছেলেটির মা হতাশ হয়ে আমাকে বলল, "আপা মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত একটা অমুসলিম ঘরে ছেলে বিয়ে করালাম।"

বললাম "মেয়েটিকে আস্তে আস্তে বুঝান। আপনার কোনো মেয়ে নেইতো তাই একটু সমস্যা। "আমার মেয়ে নেই তাতে কি সমস্যা আপা?" অবাক হলেন ভদ্র মহিলা।

বললাম, "আপনার মেয়ে থাকলে সে মেয়ে নিশ্চয়ই পর্দা করতো। তখন আপনার বউর পর্দা করা সহজ হতো।"

www.amarboi.org

"আপা আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন।" বলে চলে গেলেন ভদ্র মহিলা।

আমার কথা হচ্ছে, এই মেয়ে ক্যান পর্দা করবে? আমাদের সমাজের কয়টি মেয়ে হিযাব মেনে চলে?

এই মেয়ের আত্মীয় স্বজন কেউ পর্দা করেনা। সে বড় হয়েছে এমন একটা পরিবেশে যেখানে পর্দা করাকে নারী স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক মনে করা হয়। এই মেয়েকে পর্দা করতে হলে করতে হবে স্বামী কিংবা শাশুড়ির চাপে। সেই পর্দায় লাভ কি? তার মধ্যে যদি আল্লাহ ভীতিই না থাকে? কিংবা অদৃশ্য কোনো ভীতির মতো আল্লাহ ভীতি হয়তো আছে। কুরআন এবং সুন্নাহ সম্পর্কে হয়ত তার কোন জ্ঞানই নেই। পর্দা মেনে চলাকে সে হয়ত মনে করে 'সেকেলে'। মেয়েটি মোটেও অল্প শিক্ষিত নয়। সর্বোচ্চ ডিগ্রী তার আছে। এইখানে মস্তবড় একটা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে আমাদের দেশের অধিকাংশ উচ্চ ডিগ্রীধারিনীরা। তাদের ধারণা বোরখা পরে, পর্দা করে অশিক্ষিত ও সল্প শিক্ষিত মেয়েরা। মোটেও তা নয়-

পর্দা বা হিযাব পরিধান তারাই করে যারা তাদের না দেখা রবকে ভয় করে। আর তাঁর (আল্লাহ) সম্পর্কে যাদের ধারণা স্পষ্ট তারাই রবকে ভয় করে ভালোবাসে। তারা তাদের রবের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন (পূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হয়েছে) আল্লাহর নির্দেশই এই রকম "হে ঈমানদারগণ, তোমরা পূর্ণ রূপেই ইসলামের মধ্যে দাখিল হও। এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" (সূরা বাকারা-২০৮)

পূর্ণ রূপে ইসলামে দাখিল হওয়ার একটা প্রমান হলো হিযাব পরিধান করা। এই আয়াত অনুযায়ী যারা হিযাব পরিধান করল না তারা শয়তানের অনুসারি। আর শয়তান হচ্ছে আমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

অর্থাৎ পর্দা বা হিযাব পরিধান তারাই করে যারা সত্যিকারের সুশিক্ষিত।

বোরখা পড়া আর পর্দা করা এক জিনিস না। আমাদের সমাজে এখন অনেক মেয়ে আছে যারা বোরখা পরে কিন্তু পর্দা করে না। আর এক শ্রেণীর মহিলা আছে যারা বোরখাও পরেনা জিন্স, ফতুয়াও পরে না তারা শাড়ি কিংবা সালোয়ার কামিজ পরেই বিভিন্ন প্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে যায়। নিজেদেরকে ভদ্র মার্জিত রুচি সম্পন্ন মনে করে। এইসব মেয়েদের মায়েরা খুব গর্বের সাথে বলে আমার মেয়ে উচ্ছৃঙ্খল না। মার্জিত, রুচী সম্মত। আর একশ্রেণীর মুসলমান আছে, যারা মেয়েদের জিন্স-ফতুয়া পরিয়ে তৃপ্তি পায়। এই তিন শ্রেণীর মেয়েই বেপর্দা এবং তারা শয়তানের অনুসারী। আর যারা শুধু মাত্র আল্লাহর হুকুম পালনের জন্যই পোশাকের উপর আর একটি পোশাক দেয়। তাদের গরম লাগে, শুধু আল্লাহর

www.amarboi.org

অসন্তোষের ভয়ে, আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায়, আল্লাহর দেওয়া বিধান তারা মেনে চলে। তারাই মুসলিম (আর্তসমর্পণকারী), তারাই পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হয়েছে।

যেসব মেয়েরা পর্দা করেনা তারা সত্যি মুর্খ। আপাত দৃষ্টিতে তাদের যতোই শিক্ষিত মনে হোক না কেন, তাদের যতো ডিগ্রীই থাকুক না কেন, এরা কুরআন পড়ে না, অনেকে পড়তেই জানে না, অনেকে না বুঝে শুধু খতম করে। হাদিস তো পড়েই না। পড়বে কি? অনেকে তো হাদিস কাকে বলে তাই জানে না। ধর্মীয় ভাবাপন্ন যে কোনো বইকে বলে হাদিসী বই। আর এই অবস্থার কারণ হলো, না জানা বা মূর্খতা। ইসলামকে জানতে হলে, বুঝতে হলে, মানতে হলে যে পড়ার দরকার, জ্ঞানের দরকার এ কথাই আমরা জানি না।

কুরআন, হাদীস না জেনেও বংশ পরম্পপরায় আমরা মুসলমান। জন্ম সূত্রে মুসলমান। কিন্তু বংশ পরম্পপরায় বা জন্মসূত্রে আর যাই হওয়া যাক মুসলামান হওয়া যায় না। ইসলাম একটি বিপ্লবী মতাদর্শের নাম। জেনে বুঝে কেউ সে মতাদর্শকে গ্রহণ করলে সে হবে মুসলমান। তা সে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান মুসরিক যে ঘরেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন। তার বাবা মা যে ধর্মাবলম্বিই হোক না কেন।

বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম অনুপস্থিত। আর সাংস্কৃতিক অঙ্গন তো ইসলামের প্রতি যেন মারমুখী। যে কাজটিই ইসলাম অপছন্দ করে সেটাই যেন বড় সংস্কৃতি। আমাদের অধিকাংশ পারিবারিক অংগনেও কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া ইসলাম নেই বললেই চলে। যেমন খাতনা, আকীকা, বিয়ে, জানাযার দোয়া, মাহফিল ইত্যাদি। তাও পরিপূর্ণ ইসলামী বিধান অনুযায়ী না। শির্ক, বিদ'য়াত আর কুসংস্কার মিশ্রিত।

একবার সরোয়ার মামা বললেন, আমাদের মহল্লায় চরমোনাই এর পীর সাহেব (মাওলানা ফজলুল করীম) আসবেন মহিলাদের উদ্দেশ্যে কিছু ওয়াজ নসিহত করার জন্য। রুমী, মা তুমি একটু দাওয়াতী কাজ কর। দাওয়াতী কাজ করা হলো, আমি আরো কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে হাজির হলাম। যেয়ে দেখি আমি আসার আগেই অনেক মহিলা এসেছেন। ঘর একদম ভর্তি। প্রায় প্রত্যেক মহিলাই একাধিক পানি ভর্তি বোতল নিয়ে এসেছে। ঘরের মাঝখানে বড় একটি টেবিল। টেবিল ভর্তি হয়ে গেছে বোতলে।

এতো মহিলা দেখে আমি খুশি হয়ে গেলাম। আমার সাপ্তাহিক বৈঠকেতো এতো মহিলা আসে না, আর পীর সাহেবের কথা শুনতে এসেছে। ভাবলাম যদি পীর

www.amarboi.org

সাহেবের কথা শুনে কিছু একটা পরিবর্তন হয় এদের। কিন্তু এরা তো কেউ কথা শুনতে আসেনি, এরা এসেছে পানি পড়া নিতে। খুব চেচামেচি হতে লাগলো। হুজুর কি বললেন কিছুই শোনা গেল না। পীর সাহেব পাশের রুমে বসে কথা বলছিলেন। মহিলারা পর্দা ফাঁক করে ওপারে বোতলগুলো দিতে লাগলেন। পীর সাহেব বোতলে ফুক দিয়েছিলেন কিনা জানি না, তবে একটু পরেই চলে গেলেন। পীর সাহেবের কথা যে কিছু বোঝা গেল না তাতে কারো মন খারাপ দেখলাম না। বোতলগুলোতে ফুঁক দিয়েছেন কি দেননি এই নিয়ে তারা পেরেশান ছিল।

এই ভদ্র মহিলারা কেউ অশিক্ষিত ছিল না। সব কলেজ ভার্সিটিতে পড়ুয়া। আল কুরআনের বিধান না মানলেও কুরআনের আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে দিলে যে সে পানিতে বহুত উপকার হয় এ বিশ্বাস তাদের দৃঢ়।

অথচ পানি পড়ার বিষয়টাই ইসলামে নেই। কোনো হাদিসে কেউ কি দেখাতে পারবে রাসূল (সা:) কখনো কাউকে কোনদিন পানি পড়া দিয়েছেন?

এটা একটা কুসংস্কার। পানি পড়ার উপর এই বিশ্বাস অনেকটা ইসলামের দুশমন উমাইয়া ইবনে খালফের মতো বিশ্বাস। উমাইয়া ইবনে খালক ছিল জাহেলিয়াতের জামানায় হযরত বেলাল (রা:) এর মুনিব। ঈমান আনার অপরাধে সে বিলালের (রা:) উপর নির্মম নির্যাতন চালাত। একদিন উমাইয়া বেয়াদপের মতো রাসূল (সা:)কে বলল আমি-ই তোমাকে হত্যা করব।" রাসূল (সা:) বললেন, "না বরং তোমার মৃত্যু বোধ হয় আমার হাতেই।"

বদরের যুদ্ধের সময় সেই কথা মনে করে উমাইয়া কিছুতেই যুদ্ধে যাবে না। কাফেররা সবাই উমাইয়াকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে লাগল ভীরু কাপুরুষ বলে। শেষ পর্যন্ত ওমাইয়া অতীষ্ট হয়ে যুদ্ধে আসল ঠিকই কিন্তু, ভয়ে ভয়ে থাকতে লাগলো। এক পর্যায়ে উমাইয়া রাসূলের (সা:) হাতের কাছে এসে গেল। উমাইয়াকে হাতের কাছে পেয়ে রাসূল (স:) একটা খেজুরের ডাল দিয়ে খোঁচা দেন। উমাইয়া "মরে গেলাম বলে চিৎচার করতে লাগলো। দলনেতা আবু সুফিয়ান তিরস্কারের সুরে বলল- সামান্য একটু খোঁচায় তুমি চিৎকার করছ ক্যান?"

ওমাইয়া চিৎকার করতে করতে বলতে লাগল "তোমরা কি জান না মোহাম্মাদ (স:) আমাকে বলেছিলেন তার হাতেই আমার মৃত্যু এই খোঁচার কষ্ট যদি তোমাদের সবাইকে ভাগ করে দিতাম তোমরা সবাই মরে যেতে। চিৎকার করতে করতেই উমাইয়া মারা যায়।

কি রহস্যময় ব্যাপার। রাসূল (সা:)কে তারা আল আমীন বলত। তাঁর অভিশাপকে ভয় করত। তাঁর ভবিষ্যতবাণীকে বিশ্বাস করত কিন্তু, তাঁর উপদেশ-আদেশ মানত না।

www.amarboi.org

আমাদের সমাজের কিছু মানুষের অবস্থাও এই রকম। এরা সওয়াবের আশায় কুরআন শরীফ খতমের পর খতম দেয়। সকাল সন্ধ্যা বিভিন্ন সূরার আমল করে। কুরআনের আয়াত লিখে তা ধুয়ে পানি খায় রোগ মুক্তির আশায়। কিন্তু কুরআনে যা আদেশ করা হয়েছে তা মানেনা, যা নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরতও থাকেনা।

আয়াতুল কুরসি মুখে উচ্চারণ করে সর্বপ্রকার বিপদ মুক্তি আর জ্বীন, ভূত, চোর, বদমায়েশের উৎপাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য। অথচ আয়াতুল কুরসিতে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তা'য়ালা যা বলেছেন, যে বিধান নাযিল করেছেন–তা মানবে না। আয়াতুল কুরসির অর্থটা লক্ষ্য করুন–

"আল্লাহ এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের দায়িত্ব ভার বহন করেছেন। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না। পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে সুপারিশ করবে? যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান সেটুকু ছাড়া তার অনেক কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তার কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী। এগুলোর রক্ষণা বেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করেনা। মূলত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ট সত্তা।" 'কুরসী' শব্দটি সাধারণত: কর্তৃত্ব ক্ষমতা ও রাষ্ট্রশক্তি অর্থে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় এরই সমজাতীয় শব্দ হচ্ছে গদী। এই আয়াতটি হচ্ছে গদীর আয়াত, ক্ষমতার আয়াত। এখানে মহান আল্লাহর এমন পূর্ণাংগ পরিচিতি পেশ করা হয়েছে যার নজীর আর কোথাও নেই।

মূর্খরা কল্পনার বা অনুমানের জগতে বসে যতো অসংখ্য উপাস্য, ইলাহ ও মাবুদ তৈরী করুক না কেন, আসলে সার্বভৌম ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও শাসন কর্তৃত্ব নিরংকুশভাবে একমাত্র সেই অবিনশ্বর সত্ত্বার। যিনি চিরন্তন-চিরঞ্জীব, যার শক্তির উপর গড়ে উঠেছে এই বিশ্ব জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা। নিজের এই বিশাল সীমাহীন রাজ্যের যাবতীয় শাসন কৃর্তত্ব ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক তিনি একাই। তার গুণাবলীতে দ্বিতীয় কোনো সত্ত্বার অংশীদারীত্ব নেই। তার ক্ষমতা কর্তৃত্ব ও অধিকারেও নেই দ্বিতীয় কোনো শরীক। কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে বা তাঁর সাথে শরীক করে পৃথিবীতে বা আকাশে কোথাও আর কাউকে মাবুদ, ইলাহ ও প্রভূ বানানো হলে তা চরম মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে কেউ সুপারিশ করার যোগ্যতা রাখে না, তা নবী, রাসূল, ফেরেস্তা সে যেই হোক না কেন।

www.amarboi.org

অথচ আমাদের একশ্রেণীর মানুষের ধারণা পীর সাহেবরা সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে, অতএব আল্লাহর হুকুম অমান্য করে পীর সাহেবের হাত পা টিপে দিয়ে অন্ধ অনুসরণ করে পীর সাহেবকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই জান্নাত। কতো বড় গোমরাহিতে ডুবে আছে এরা।

হাদিসে আছে আয়াতুল কুরসীর আমল করলে মৃত্যুকষ্ট হবে না এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে। কথা তো ঠিক।

আয়াতুল কুরসীর আমল মানে তো বসে বসে শুধু পড়া বা তেলাওয়াত করা নয় বরং এই আয়াতে যা বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ করা। সত্যি আমাদের সমাজের মানুষগুলোর আচরণ দেখলে অবাক হতে হয়। তারা শুধু মুখে উচ্চারণ করেই ফায়দা পেতে চায়, আয়াতুল কুরসী অনুযায়ী কাজ করতে চায় না। এদের আচরণ যেন আবু লাহাবের মতো, ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূল (সাঃ) একবার সকল কুরাইশদেরকে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে জামায়েত করে নিজে সাফা পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে বললেন, "হে কুরাইশগণ আমি যদি বলি এই পাহাড়ের অপর পার্শে একদল শত্রু তোমাদের আক্রমণের অপেক্ষায় আছে। তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?"

আবু লাহাব আর কুরাইশরা বলল, "অবশ্যই বিশ্বাস করব। কারণ তুমি তো মিথ্যা কথা বল না।" তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, "তাহলে তোমরা আল্লাহকে একমাত্র রব আর আমাকে রাসূল হিসাবে মেনে নাও, তা না হলে আল্লাহর গযবে পতিত হবে।

সাথে সাথে আবু লাহাব রাসূল (সাঃ) এর দিকে একটা পাথর ছুড়ে মারল। হত ভাগা এই কথা বলার জন্যই এই সকালে আমাদের ডেকেছ?" বলে সবাই চলে গেল। কি অদ্ভুত আচরণ। দুনিয়াবী সব ব্যাপারে তারা রাসূল (সাঃ)কে বিশ্বাস করে, কিন্তু আল্লাহকে রব মানতে বললেই রাসূলের কথা আর বিশ্বাস করে না। রাসূলের প্রতি মারমূখী হয়ে উঠে।

আয়াতুল কুরসীর সাথে আমাদের আচরণও যেন তাই। পিপাসায় পানি পান না করে কাগজে পানি লিখে বার বার পড়লে যেমন পিপাসা মিটবেনা তেমনি কাগজে লেখা আয়াতুল কুরসী বার বার পড়লে সেই অনুযায়ী কাজ না করলে আয়াতুল কুরসির হক আদায় হবে না। এখানে মহান আল্লাহর এমন পূর্ণাংগ পরিচিতি পেশ করা হয়েছে। যার নজীর আর কোথাও নেই। তাই হাদিসে একে কুরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

কিছু কল্প কাহিনী

কুরআন হাদিস বর্হিভূত এমন কিছু কল্প কাহিনী বিভিন্ন লোক মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা ঈমান আমল বিধ্বংসকারী। আবার কেতাব নামধারী কিছু বই পুস্তকেও এক ধরনের ব্যবসায়ীরা এইসব লিপিবদ্ধ করেছে। এইসব কল্প কাহিনীকে সিয়াহ সিত্তার হাদিসের মতো সত্য মনে করে একশ্রেণীর মানুষ।

হযরত আব্দুল কাদীর জিলানী (রহ.)

আব্দুল কাদীর জিলানী (রহ:) এর জীবনী গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, আল্লাহ যখন রূহ সৃষ্টি করে এক জায়গায় রেখেছিলেন তখন একটি রূহ বার বার নবীদের রূহুর সাথে মিশে যাচ্ছিল। ফেরেস্তারা তাকে নবীদের রূহ থেকে আলাদা করে রাখছে কিন্তু ঐ রূহটি আবার নবীদের রূহের সাথে মিশে যাচ্ছে। আল্লাহ তখন ঐ অবাধ্য রূহটিকে মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি দুনিয়াতে নবী হবে না তুমি হবে পীরদের সম্রাট। বড় পীর গাউস উল আযম। ভেবে দেখেন তো এই তথ্যটি কি সত্যি হতে পারে? রূহানী জগতের এইসব কথা কি করে কিতাব ওয়ালারা জানল? রূহানী জগতের কথা আল কুরআন আর আল হাদিস ছাড়া কি জানা সম্ভব? উপরোক্ত কাহিনীটি কি কুরআন হাদিসে আছে? তারপর হযরত আব্দুল কাদীর (রহ.) সম্পর্কে যা বলা হয়–

১। মায়ের গর্ভ থেকে আঠারো পারা কুরআন শরীফ মুখস্ত করা।

২। মায়ের গর্ভে থেকেই মাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

৩। অজু ছাড়া তার নাম উচ্চারণ করা যাবে না।

৪। তার নামের বরকত ইত্যাদি।

মায়ের গর্ভ থেকে আঠারো পারা মুখস্ত– একথা কি করে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? আব্দুল কাদীরের মা যতো বড় দীনদার আর পর্দানশীণই হন না কেন হযরত হাসান, হোসাইন এর মায়ের চেয়ে তো আর বেশী দীনদার হতে পারেন না।

হযরত আব্দুল কাদীরের (রহ:) বাবা যতো বড়ো আল্লাহ ওয়ালাই হোক না কেন ইমাম হাসান, হোসাইনের বাবার চেয়েও কি আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন? সর্বোপরি হযরত আব্দুল কাদীরের নানা যতো বড় দরবেশই হোক না কেন ইমাম হাসান হোসাইনের নানার পায়ের ধুলার সাথে তুলনা চলে?

এই হযরত হাসান আর হযরত হোসাইন (রা:) এর তো তাহলে ত্রিশ পারা মুখস্ত করে দুনিয়ায় আসা উচিত ছিল। আসলে মায়ের গর্ভ থেকে মুখস্ত করে আসা আল্লাহর বিধান নয়। এইসব বানোয়াট গল্প তৈরী করে একশ্রেণীর ইবলিশের

www.amarboi.org

অনুসারী মানুষ। তারা রাসূলের সাহাবা, তাঁর পরিবার পরিজন এমন কি নবী রাসূল (সা:)দের চেয়েও হযরত আব্দুল কাদীর জিলানী (রহ.) ও অন্যান্য পীর মাসায়েখদের মর্যাদা বেশি দিতে চায়। এতে তারা নিজেরা যেমন দুনিয়াবী ফায়দা হাসিল করে অন্যদিকে পীর আউলিয়াদের মুল কাজকে ভিন্নদিকে প্রবাহিত করে ইসলাম বিরোধীদের সহযোগিতা করে।

হযরত আব্দুল কাদীর জিলানীর (রহ:) ভক্তরা বলে বিনা অজুতে তার নাম উচ্চারণ করা যাবে না। এটা খুবই গুনাহের কাজ। আগে তো বিনা অজুতে তার নাম উচ্চারণ করলে গর্দানই কাটা পড়ত। এখন শরীরের এক গাছি পশম পড়ে যায়। যেখানে বিনা অজুতে রাসূল (সা:) এর শানে দরুদ পেশ করা যায়। আল্লাহর নামে যিকর করা যায়। সেখানে আব্দুল কাদীরের (রহ.) নাম উচ্চারণ করা যাবে না, ধৃষ্টতা আর কাকে বলে!

মায়ের গর্ভে থেকে একবার বাঘ হয়ে বেড়িয়ে এসে মাকে গুন্ডার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই সব গাঁজাখুরি কাহিনীর কোনো মানে আছে? তার যেসব কেরামতি আর তার নামের যতো বরকতের কাহিনী লেখা হয়েছে বই খানিতে তাতে আব্দুল কাদীর জিলানীকে (রহ:) নবী রাসূলদের চেয়েও অনেক উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জানি না এসব কি অতি ভক্তি না কৌশলে মানুষকে শির্কে নিমজ্জিত করা। বড় পীর সাহেবের যেসব কেরামতির কথা তার জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে তা কুরআন ও হাদিসের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। আর তাই তো তার উক্ত নামে পরিচিত ব্যক্তিরা কুরআন হাদিসের মোটেও পরোয়া করে না। শুধু গাউসুল আযম বলে চিৎকার করলে তাদের সব মুসকিল আসান হয়ে যায়। এ যে যাকে আমরা বড় পীর সাহেব বলি তার জন্মস্থান ইরাক এর জিলান শহরে। তিনি কোনো দিনই এদেশে আসেননি। তার দেশে তাকে নিয়ে কোনো হৈ চৈ নেই। অথচ এ দেশের একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষীমহল স্বীয় সার্থ হাসিলে তৎপর।

সত্যি কথা হলো আব্দুল কাদীর জিলানী (রহ:) এই সব কথা বলেননি। এই শির্কি শিক্ষা তিনি দেননি। তিনি নি:সন্দেহে আল্লাহর খাঁটি গোলাম ছিলেন। দ্বীনি ইলমে পরিপূর্ণ ছিল তাঁর অন্তর। তাঁর ভক্তরা অতি ভক্তির আতিশয্যে এবং ইবলিশের প্ররোচনায় তার শিক্ষা এবং চরিত্রকে বিকৃত করেছে।

বহুল প্রচারিত মাসিক মদীনা পত্রিকায় ২০০৯ অক্টোবর সংখ্যায় আব্দুল কাদীর জিলানী (রহ:) সম্পর্কে লিখেছেন–

১। তিনি একটানা পঁচিশ বছর জনমানবহীন প্রান্তরে ঘুরাফিরা করে কাটিয়েছেন।

www.amarboi.org

২। চল্লিশ বছর এশার অজুতে ফজর নামাজ পড়েছেন।

৩। পনের বছর এশার নামাজ শেষে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ফজর পর্যন্ত এক খতম কুরআন পাঠ করেছেন।

৪। চল্লিশ দিন পর্যন্ত একটানা খাদ্য পানীয় ছাড়া রোজা অবস্থায় কাটিয়েছেন।

৫। বাগদাদের বাইরে জনমানবহীন যে স্থানটিতে তিনি দীর্ঘ এগার বছর সাধনা করে কাটিয়েছিলেন সে স্থানের নাম বুর্জে আজমী হয়ে যায়।

৬। তিনি বলেছেন, 'যারা মুরীদ হবে বা আমার আদর্শ অনুসরণ করে চলবে, তাদের জন্য আমি অবশ্যই আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করব।'

প্রথমত; তিনি একটানা পঁচিশ বছর জনমানবহীন প্রান্তরে বিভ্রান্তের মতো কেন ঘুরাফিরা করেছেন। এতে দ্বীনদারীর কি আলামত আছে?

দ্বিতীয়তঃ চল্লিশ বছর এশার অজুতে ফজর নামাজ পড়েছেন। তার মানে তিনি রাতে চল্লিশ বছর ঘুমাননি।

অথচ রাসূল (সাঃ)-এর এক সাহাবী রাতে আর ঘুমাবো না বলে সিদ্ধান্ত নিলে তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করেন।

তৃতীয়তঃ পনের বছর এশার নামাজ শেষে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ফজর পর্যন্ত এক খতম কুরআন খতম করেছেন। অথচ "আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেছেন, তুমি মাসে তিনদিন রোজা রাখ। আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, আমি এর চাইতে বেশি ক্ষমতা রাখি। এভাবেই কথাবার্তা চলছিল। শেষ পর্যন্ত নবী (সাঃ) বললেন, "তুমি তাহলে একদিন রোযা রাখ এবং একদিন বিরতি দাও।"

নবী (সাঃ) আরোও বলেন, "তুমি প্রতি মাসে একবার কোরআন খতম কর। আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, আমি এর চাইতে বেশি ক্ষমতা রাখি। এভাবেই কথা চলছিল। নবী (সাঃ) বললেন, তাহলে তিন দিনে একবার কুরআন খতম করো।" **(সহীহ বোখারী, অনুচ্ছেদ-৫৯)**

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন পড়েছে, সে কুরআন বুঝে নি। (তিরমিযি, আবু দাউদ, দারেমী)

এশার নামাজের পর ফজর নামাজ কতটুকু সময়? এই সময়ের মধ্যে কিছুতেই ত্রিশ পারা কুরআন পড়া সম্ভব নয়। আল্লাহ এবং তার রাসূলের উপদেশ কিংবা নির্দেশও নয়। বরং রাসূল (সাঃ)-এর উপদেশ হলো তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া, যা কুরআনেও বার বার বলা হয়েছে। তারপর তা একপায়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে

www.amarboi.org

ক্যান? এক পায়ে দাঁড়ানো কি ইবাদাতের কোনো সিষ্টেম? রাসুল (সাঃ) কিংবা তাঁর সাহাবীরা কি কখনও এমনটি করেছেন? এইসব কথা বলে বা লিখে ইবাদতের মধ্যে তালগোল পাকানোর কি যুক্তি থাকতে পারে? তা যদি আবার বড় দরের লেখকের কলম থেকে বের হয়। তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা তো বিভ্রান্ত হবেই।

চতুর্থতঃ চল্লিশ দিন পর্যন্ত একটানা খাদ্য পানীয় ছাড়া রোজা অবস্থায় কাটানো এই ধরনের রোজা যাকে সিয়ামে বিসাল বলে, তা রাসূল (সাঃ) তার উম্মতদের করতে নিষেধ করেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একবার কয়েকজন সাহাবী বলছিলেন, "আমি রাতে আর ঘুমাবো না সারা রাত নামাজ পড়ব। আর একজন বললেন, আমি সারা বছর রোজা রাখব। আর একজন বললেন, আমি কোনো দিন বিয়ে করব না।" রাসূল (সঃ) এ কথা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, "তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে আমি অধিক জানি এবং অধিক ভয় করি। আমি রাতে ঘুমাই এবং নামাজ পড়ি। আমি কখনো রোজা ভাঙ্গি এবং কখনো করি। আমি বিয়ে করেছি। এটাই আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত বহির্ভূত কাজ করল সে আমার দলের না।" (বোখারী-মুসলীম)

পঞ্চমতঃ বাগদাদের বাহিরে জনমানবহীন প্রান্তরে কেমন সাধনা তিনি করেছেন? এই রকম বৈরাগ্য সাধনা করার শিক্ষা রাসূল (সাঃ) দেন নাই।

অতঃপর তিনি বলেছেন, "যারা আমার মুরীদ হবে বা আমার আদর্শ অনুসরণ করে চলবে তাদের জন্য আমি অবশ্যই সুপারিশ করব।" জিলানীর (রহঃ) মতো অতবড় আলেমে দ্বীন এই ধরনের কথা বলতে পারেন না। যেখানে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "হে আমার কন্যা ফাতিমা তোমার কিছু নেওয়ার থাকলে তা এখনই নিয়ে নাও আখেরাতে আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারব না।"

মহান আল্লাহ বলেন, "সে দিন কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না, আল্লাহ যাকে অনুমতি দেন সে ব্যতিত।"

হযরত আব্দুল কাদীর তো নবী ছিলেন না। তাহলে তিনি কিভাবে জানতেন যে তাকে সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হবে?

হযরত আব্দুল কাদীর (রহঃ) এবং অন্যান্য পীর মাশায়েখদের সম্পর্কে এইসব ভিত্তিহীন অতিকথন কেন যে আমাদের আলেম ওলামারা বলেন বুঝিনা। এতে কোন খেদমত তো হয়ই না বরং দ্বীনের ক্ষতি হয়। জনগণ বিভ্রান্ত হয়।

www.amarboi.org

কারণ যতো উদ্ভট আর অসম্ভব বর্ণনা পাই তাদের জীবন যাত্রা তা আমাদের মতো মানুষদের পক্ষে মেনে চলা কঠিন। অথচ রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবীদের যাপিত জীবন অনুসরণ করা তার চেয়ে সহজ। অন্তত এক পায়ে দাঁড়িয়ে তো ইবাদাত করতে হবে না।

তাই বলবো ইসলামকে জটিল, কঠিনভাবে উপস্থাপন করে সাধারণ মানুষকে ইসলাম পালন থেকে দুরে সরিয়ে রাখার মধ্যে পুরো মানবজাতীর জন্য অকল্যাণই বটে।

সত্যি কথা বলতে কি এইসব উদ্ভট কাজ ও কথা সেই সব মর্দে মুজাহিদরা করেননি এবং বলেননি। ইসলাম বিদ্বেষীরা এইসব ভ্রান্ত তথ্য প্রচার করেছে ইসলামকে কুয়াশাবৃত করার জন্য। আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন করার জন্য।

কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকতে হলে আমাদের পড়তে হবে রাসূল (সাঃ) সীরাত গ্রন্থ এবং সাহাবীদের জীবনী গ্রন্থসমুহ। যা এখনও অবিকৃত আছে। কিন্তু পীর আউলিয়া গাউস কুতুব বলতে যাদের বুঝায় তাদের জীবনী হাজারো অলৌকিক বর্ণনায় ভরপুর। এইসব বুজর্গদের যেসব কাহিনী এসব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা থেকে আর যাই পাওয়া যাক ইসলামের বুঝ পাওয়া যায় না।

বরং কুসংস্কার ও শির্ক বিদ'য়াতীর শিক্ষা পাওয়া যায়। এদের মুরীদ শিষ্য বলে যাদের পরিচয়, তারা যেন এদের শত্রুতায় সর্বদা ব্যস্ত।

এই পর্যন্ত যতো নবী রাসূল, সাহাবা, তাবেঈন, পীর বুযর্গ দুনিয়ায় এসেছেন, তাদের শত্রুরা যতো ক্ষতি করেছে, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ক্ষতি করেছে তাদের ভক্তরা। শত্রুরা অত্যাচার অবিচার জুলুম নির্যাতন বিদ্রূপ উপহাস যা-ই করুক না কেন সবই করেছে তাদের জীবদ্দশায়। আর তাদের ভক্তরা ভক্তির আতিশয্যে তাদের শিক্ষাকে বিকৃতি করে চলেছে। বলতে থাকবে এবং তা করতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। ইবলিশ জানে এই সব মর্দে মুজাহিদদের সাথে মৃত্যুর পরেও শত্রুতা করতে হলে শত্রু সেজে করা যাবে না। তাই তারা মিত্র সেজেছে; ভক্ত সেজেছে, মুরিদ সেজেছে।

জীবদ্দশায় শত্রুতা করলে বড় জোর তাকে মেরে ফেলা যায়। শারিরিক অত্যাচার করা যায় কিন্তু, শিক্ষার বিকৃতি ঘটানো যায় না।

যেমনঃ ইসা (আঃ)এর শত্রুরা তার উপর যারপর নাই অত্যাচার করেছিল কিন্তু, তার ভক্তরা তাকে খোদার পুত্র বানিয়ে ছেড়েছে।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) দ্বীনকে সমাজে তথা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছেন। শত্রুরা তাঁর অনুসারীদের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছে। এমন কি রাসূল (সাঃ)

www.amarboi.org

নিজেও আহত হয়েছেন। রক্তাক্ত হয়েছেন, দাঁত ভেঙ্গে গেছে প্রচন্ড আঘাতে। কিন্তু, ইসলামের মধ্যে কোনো বিদ'আত 'বিকৃতি ঢুকাতে' পারেনি। অথচ বর্তমানে আশেকে রাসূল নামে পরিচয় দানকারী কিছু ফাসেক রাসূল (সাঃ)-এর শিক্ষার বিপরীত কাজ করছে। সমাজে এমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে মুসলমানদের মধ্যে অনেক দল ও মতের সৃষ্টি হয়েছে। এরা রাসূলের নামে কেঁদে কেঁদে মন গড়া দরূদ ও নাত পেশ করে কিন্তু, রাসুলের অনুগত্য করেন না। রাসূল (সাঃ) যে বলে গেলেন, "তোমাদের মাঝে দুটি জিনি রেখে যাচ্ছি। যারা এ'দুটি মজবুত ভাবে ধরে রাখবে তারা পথভ্রষ্ট হবে না। সেই দুটি হলো আল কুরআন ও আমার সুন্নাহ। কিন্তু, এইসব তথাকথিত আশেকে রাসূলরা এই দুটি থেকে দূরেই থাকে।

নফলকে ফরজের চেয়ে বেশি মূল্য দেয়া

আমাদের সমাজের আর একটা বড় দোষ হলো আমরা নফলকে ফরজের চেয়ে বেশী মূল্য দেয়। ফরজ ওয়াজিবকে যথাযথ মর্যাদা না দিয়ে নফল মোস্তাহাবকে শির্ষে তুলে ধরেছে এক শ্রেণীর তথা কথিত আবেদ। এসব কি ইংরেজদের অপকৌশল না ইবলিশের অপকৌশল জানি না।

এস্তেঞ্জা আর ঢিলা কুলুপ নিয়ে এতো মাতামাতি, এতো আলোচনা যে ভাবতে গেলেই গা ঘিন করে। মনে হয় ইবাদতের সারমর্ম ওখানেই। ঢিলা কুলুপের মহাত্ম সম্পর্কে এক অভিনব গল্প শুনলাম তাবলিগ জামাতের এক মাহফিলে। কি জানি তাদের কেতাবেও গল্পটি আছে কিনা।

কাহিনী এ রকম– এক বুজর্গ ব্যক্তি প্রত্যেক দিন নদীর পানির উপর জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়ে। অনেক লোক প্রত্যেক দিন তা দেখতে আসে। বুজর্গ সেই কাহিনী তার স্ত্রীকে বলেছেন। স্ত্রী বলল, "এর পেছনে আমারও অবদান আছে।"

বুজুর্গ বললেল, "আমার ইবাদাতে তোমার অবদান থাকবে কিভাবে?

স্ত্রী বলল, "আগামী কাল-ই বুঝে নিও।"

পরদিন বুজর্গ জায়নামাজ নদীর পানিতে বিছিয়ে দিয়ে যেই দাড়িয়েছে, অমনি টুপ করে জায়নামাজ ঢুবে গেলো। অনেক মানুষ আজও দেখতে এসেছিলো, কেউ বলল ভন্ড, কেউ বলল এমন হলো ক্যান? বুজুর্গ-র মনে পড়ল স্ত্রীর কথা। লজ্জিত বুজর্গ বাড়ি এসে স্ত্রীকে বলল, "বলো তো আজ আমার এমন হলো ক্যান?"

স্ত্রী বলল, "সকাল বেলা আমি ঢিলা কুলুপ না করেই ইস্তেঞ্জা করেছি। তারপর ফজরের নামাজ পড়িনি, এরপর রান্না করেছি। তাই খাদ্য হালাল হয়নি। সেই হারাম খাদ্য খেয়ে তুমি নামাজে গেছ এবং এই জন্য জায়নামাজ ডুবে গেছে।"

www.amarboi.org

কল্পনা করতে পারেন কতো বড় গাঁজাখোরি গল্প। প্রথম কথা হলো, সে নদীতে নামাজ পড়তে যাবে কেন? নামাজ তো পড়বে মসজিদে।

কোনো হাদিসে কিংবা ইতিহাসে এই পর্যন্ত কি দেখেছেন যে, রাসূল (সা:) কিংবা তাঁর কোনো সাহাবী অথবা তাবেঈন কেউ কখনো নদীতে নামাজ পড়তে গেছেন? বুজুর্গ পরীক্ষা করার এই সিষ্টেম কে আবিস্কার করল?

তারপর মহিলা যে পদ্ধতিতে তার স্বামীর খাদ্য হারাম করল তাতে কি সত্যি খাদ্য হারাম হয়। সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়নি, নামাজ পড়েনি এর জন্য সে কঠিন গোনাহগার হবে। খাদ্য হারাম হবে কেন? তবে হ্যাঁ সে যদি খাদ্যের মধ্যে নোংরা কিছু মিশিয়ে দিয়ে থাকে তো ভিন্ন কথা। আর যে মহিলা স্বামীর বুজুর্গী নষ্ট করার জন্য অবলীলায় নিজের নামাজ কাজা করতে পারে তার কি ঈমান আছে?

আমার প্রত্যেক বৈঠকেই কথা শেষে বলি কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। এক মহিলা প্রশ্ন করল, "কুলুপের পরে টিসু পেপার নাকি প্যানের মধ্যে ফেলা যাবে না। কারণ টিসু পেপার আল্লাহর জিকির করে। তাই অন্য কিছুর মধ্যে তুলে রেখে পরে মাটিতে পুতে রাখতে হবে?"

ছি! কি ধরনের নোংরা কথা! বললাম, 'জিকির করে একথা ঠিক আছে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, "সাব্বাহা লিল্লাহি মাফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি।" আস্‌মান ও জমীনের মধ্যে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর জিকির করে।"

অতএব জিকির করে একথা সত্য। কিন্তু যার যেখানে জায়গা সেখানেই জিকির করবে। আপনি তো আর আমার বেডরুমে এসে জিকির করতে পারেন না। তো ঐ ব্যবহৃত টিসু পেপারের জায়গা প্যানের মধ্যে সে ওখানে যেয়েই জিকির করুক। তা আবার অন্য জায়গায় পুতে রাখতে হবে কেন?

কুরআন ও হাদিসে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা:) যা কিছু করতে বলেছেন তা মানার ব্যাপারে কারো কোনো মাথা ব্যাথা দেখিনা অথচ এমন সব বিষয়কে এতো গুরুত্ব দেয় এক শ্রেণীর মানুষ। যার কোনো গুরুত্বই শরীয়তে নেই।

মেহেদী পাতা: বিকেল বেলা পাশের বাসার এক ভদ্র মহিলা বেড়াতে এসেছেন আমার বাসায়। আমি হাতে মেন্দি পরেছিলাম তারই কিছুটা পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে। মহিলা আহারে বলে দ্রুত মেহেদীটুকু মেঝে থেকে তুললো। তারপর উচু দেওয়ালের উপর তুলে রাখতে রাখতে বলল, "আপনি কতো তালিম করেন, কতো কোরান হাদিস জানেন আর আপনার ঘরেই মেন্দি পায়ের নিচে পড়ে থাকে।"

বললাম, "মেন্দি তো একটা গাছের পাতা– তা পায়ের নিচে পড়লে ক্ষতি কি?"

www.amarboi.org

মহিলা যারপর নাই বিস্মিত। "কি বললেন, এই মেন্দি আমার রাসূল (সাঃ) দাড়িতে দিয়েছে আর বলেছেন পায়ের নিচে পড়লে সমস্যা নেই। এই ভদ্র মহিলার মতো আমাদের দেশের অনেকেরই মেন্দির প্রতি এই দূর্বলতা। অথচ রাসূল (সাঃ) কোন দিনই দাড়িতে কিংবা চুলে মেন্দি লাগান নি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, "রাসূল (সাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর চুল ও দাড়ি নিয়ে মোট সতেরটি চুল পাকা ছিল।" (বোখারী)

চুল দাড়ি মিলে যদি সতেরটি মাত্র পাকা থাকে তাহলে কি কেউ মেন্দি বা খেজাব লাগায়? যা হোক, কিছুক্ষণ পর আসর ওয়াক্ত হলো। আমি নামাজ পড়ে মহিলাকে বললাম, "আপা নামাজ পড়েন।"

মহিলা বললেন, "আমার এই শাড়িতে নামাজ হবে না।"

বললাম, "তাহলে ভালো একটা শাড়ি দেই?" "না এখন আর পড়ব না। বাড়ি যেয়ে কাজা পড়ে নেব। মেন্দি পায়ের নিচে পড়ার ভয়ে অস্থির হয়ে গেল। অথচ অবলিলায় নামাজ ছেড়ে দিল। এই হলো আমাদের দীনদারী।

মেন্দি পাতার উপর এই মহব্বতের কারণ খুঁজে দেখেন কয়েক পুরুষ আগে এ দেশের মানুষ সব হিন্দু ছিল। হিন্দু অবস্থায় তুলশি গাছের উপর বিরাট ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। যখন তখন সেজদা দিত তুলশি গাছকে। কিন্তু মুসলমান হওয়ার পর তো আর তুলসি গাছকে পুজা করা যায় না তাই মুসলমানেরা একটি উপকারী গাছকে বেছে নিয়েছে ভক্তি করার জন্য। এছাড়া মেন্দি গাছকে ভক্তি করার আর কোনো কারণ নেই।

পাঠক! বিষয়টি একটু গুরুত্বের সাথে চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, কিভাবে কুসংস্কার আমাদের সমাজে প্রবেশ করেছে।

আমার বাসা থেকে সামান্য একটু দূরেই অন্য এক বাসায় একটা বৈঠক হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে আমি সেখানে যাই। আমি রাস্তার এক সাইড দিয়ে যেতেই আমার পাশ দিয়ে একটি মোটর সাইকেল চলে গেল। মোটর সাইকেলের আরোহী আমার পরিচিত এক ভদ্র মহিলা আর তার স্বামী। মহিলা পেছনে বসা। শাড়ির আঁচলটা পিঠের উপর না দিয়ে এমন ভাবে ধরে আছে যে পিঠটা একদম খোলা। মাজার উপর অনেক খানি বের করা আবার ঘাড়ের নিচ থেকেও সমপরিমান বের করা। আমি আমার নির্দিষ্ট বাসায় পৌঁছে গেলাম। একটু পরেই দেখি সেই ভদ্র মহিলা এসেছেন। শাড়ির উপর একটা সুন্দর ওড়না পরে। সালাম দিয়ে হাসি মুখে বললাম, " কোথায় গিয়েছিলেন?"

www.amarboi.org

ভদ্র মহিলা বললেন, "আপা ভাইয়ের বাসায় গেছিলাম। আজকে এখানে বৈঠক আছে। আপনি আসবেন তাই তাড়াতাড়ি চলে আসলাম। আপা গতকাল থেকে আমি খুবই দু:শ্চিন্তায় আছি। হায় হায়!

"আমার এতোদিন তো কোনো নামাজই হয়নি। আমি এখন কি করব আপা?"

বললাম, "নামাজ হয়নি ক্যান?" "আপা আমার ভাইয়ের শাশুড়ি খুব আল্লাহ ওয়ালা মহিলা। বিভিন্ন জায়গায় তালিমও করে। সে বলেছে শাড়ি পেটিকোটের নিচে জাঙ্গিয়া পড়তে হবে। তা না হলে নামাজ হবে না। মাটিতে সব দেখল। মাটির কাছেও পর্দা করতে হবে। এখন কি হবে আপা? আমরা এসব জানতাম না। জাঙ্গিয়া না পরলে নাকি করিবা গুনাহ হয়?" কি বলব এই ভদ্র মহিলাকে?

একটু চুপ করে থেকে বললাম, "আপারে জাঙ্গিয়া না পড়লে কবীরা গুনাহ হয় না। কবীরা গুনাহ হয়েছে আপনি ভাইয়ের বাসা থেকে যেভাবে আসলেন ঐভাবে যে কয়জন পুরুষ মানুষ আপনাকে দেখেছে সেই কয়টা কবীরা গুনাহ আপনার হয়েছে। আর মাটির সাথে পর্দা করার কথা শরীয়তের নির্দেশের মধ্যে নেই, পর্দার নির্দেশ মানুষের সাথে।

কোন খালাম্মা কি বলল, "কোন আপা কি বলল, তা তো আমাদের দেখার বিষয় নয়। আল-কুরআন আর হাদিসে কি আছে তাই আমাদের দেখতে হবে, জানতে হবে, মানতে হবে।"

আমাদের সামাজিক আচার আচরণে কুসংস্কার

আমাদের সামাজিক ইসলাম আর কুরআন হাদিসের ইসলামের মধ্যে অনেক পার্থক্য। তাই তো আমাদের আচার-আচরণ দেখে আমাদের সাথে মেলামেশা করে কোনো অমুসলিম মুসলিম হয় না। বরং বেশী মেলামেশা করলে আমরাই ওদের মতো হয়ে যাই। এত তরল আমাদের ঈমান।

যেসব মুবাল্লিগরা ইসলাম প্রচারের জন্য এদেশে এসেছিলেন তারা নির্ভেজাল ইসলামের দাওয়াতই দিয়েছেন। কিন্তু কালের স্রোতে তা আমরা বহুলাংশেই গুলিয়ে ফেলেছি। শুধু তাদের শিক্ষাকেই বিকৃত করেছি তা নয়, যারা তৌহিদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন, তাদের জীবন চরিত্রও এতোদিন আর অবিকৃত নেই।

ভারত বর্ষের মানুষ যাদু বিদ্যায় বিশ্বাসী। ভারতবাসীরা সেইসব মর্দে মুজাহিদদের ভক্তির আতিশয্যে এক এক জনকে বড় যাদুকর বানিয়ে ফেলেছে। আমরা যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করি তারা সেইসব মোবাল্লিগদের শৌর্যবীর্য, দক্ষতা, ক্ষমতা, সর্বোপরি তাদের দীনদারী ও ঈমানি শক্তিকে তেলেসমাতি,

ভোজবাজি, যাদুকরী রঙে রাঙাতেই যেন ভালোবাসি। তাই ইসলামের তৌহিদি চেতনার সাথে ভারতীয় শির্কি চিন্তা চেতনা অনেকাংশে ঢুকে গেছে।

কবি আবু জাফর বলেন, "পারস্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে মুসলমানদের ধর্মে ও ধর্মীয় খোলসে বহু গর্হিত সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পীর পূজা, মাজার পূজা, গান বাদ্য সহকারে হালফায়ে জিকির এসব তো আছেই এমন কি মুসলমান রূপি ন্যাড়ার ফকির বা গঞ্জিকা সেবনকেও ধর্মের অনুপান হিসাবে বিবেচনা করে। (মহাবনবীর মহাজীবন পৃ:২০)

এ সমস্যা শুধু আমাদের দেশেই নয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও প্রায় একই অবস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণকারী লেখিকা রেহানা রহমান বলেন, " অনেক মুসলমান দেশ বিশেষ করে পশ্চিম আফ্রিকার মুসলমান দেশগুলোতেই ডাঙ্গার বাইজিরা প্রায় অনাবৃত হয়ে আজো নাচে। তাদের দেশে আগত পরিব্রাজকদের মনোরঞ্জন করে। অনেক মুসলমান দেশই ছিল জিপসি যাযাবরের দেশ।

মুসলমানদের বিজয়ের পর তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের সামাজিক বহু রীতি নীতি আজও পালন করে যাচ্ছে। অনেক রীতি নীতি সহসা বর্জন করা যায় না। মুসলমান হলেও বাংলার সংস্কৃতি কি আজও আমরা বর্জন করতে পেরেছি?" লেখিকা ঠিকই বলেছেন, বর্জন করতে পারিনি বরং বাংলা সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতি নতুন করে আত্মস্থ করছি। হিন্দুরা এদেশের আদিবাসী। তারা যা কিছু বড় দেখে তাকেই সেজদা করে। তা গাছ, মাছ, পাথর, পশু, পাখি, সাপ, গ্রহ-নক্ষত্র, ঝড় বাতাস বীর পীর যা-ই হোক না কেন। যা কিছু বড়, শক্তিশালী, যা কিছু সুন্দর কিংবা উপকারী সব কিছুই পূজা করে। এইসব লোকই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করলেও হিন্দুমন মানষিকতা পরিত্যাগ করতে পারেনি। তাই আজও গ্রামাঞ্চলে মনষা পূজা, শীতলা দেবীর পূজা, গশ্বি পূজা আরও বিভিন্ন ধরনের পূজায় মুসলমান নামধারীরাও অংশ গ্রহণ করে। আবার অনেকে পূজা না করলেও আচার আচরণে হিন্দু দেব-দেবীদের ভয় ভক্তি করে। যেমন রাতে ঘর ঝাড়ুদিয়ে বাইরে ফেলে না। রাতে কাউকে ধার দেয় না বিশেষ করে চাল ডাল এতে নাকি লক্ষী চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভাতের হাড়িতে কিংবা চাল রাখা পাত্রে পা লাগলে তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে কপালে ঠেকিয়ে সম্মান করে। তা না হলে লক্ষীকে অসম্মান করা হয়। তথা কথিত আধুনিক মন মানষিকতা সম্পন্নদের কাছে তো পূজা পর্বনের ব্যাপারটা এখন অন্য রকম মর্যাদা পাচ্ছে। সমস্ত পূজা পার্বন এখন হয়েছে বাঙালি সংস্কৃতি।"

www.amarboi.org

মনে হয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলন বুঝি সফল হতে চলেছে। খোদ মুসলমান ঘরে জন্ম নেওয়া এইসব ছেলে মেয়েরা বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে বেশী সাচ্ছন্দ বোধ করে। ইদানিং তো ঈদের চেয়েও পহেলা বৈশাখে আনন্দ উৎসব বেশী হয়। হিন্দু মুসলমানের কোনো পার্থক্য থাকে না, সব একাকার হয়ে যায়। সবাই নতুন পোষাক পরে। ইলিশ মাছ আর পান্তা ভাত খায়। আর পোষাকও বিশেষভাবে তৈরী। ঢাক ঢোল, এক তারা, দোতারা ছাপানো, নারী-পুরুষ ছোট বড়, ছেলে-মেয়ে সবার পোষাকই ঐ একই প্রিন্ট। রমনার বটমূল থেকে যখন র‍্যালি বের হয় তখন মনে হয় না এরা কোনো দিন মুসলমান ছিল কিংবা ইসলামের নাম কোনোদিন শুনেছে।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নামে এক ব্যক্তি শুদ্ধি আন্দোলন নামে একটা আন্দোলন শুরু করেছিলো। তার উদ্দেশ্য ছিল ভারত উপমহাদেশে সব মুসলমানদের হিন্দু বানানো। তার কথায় যুক্তি আছে। যুক্তি হলো এই ভারত উপমহাদেশের যতো মুসলমান সবাই ধর্মান্তরিত মুসলমান। এরা এক সময় সবাই হিন্দু ছিল। বিদেশি মুসলমানদের ধোকায় পড়ে এরা মুসলমান হয়েছে। অতএব এদেরকে লোভ, ভয় দেখিয়ে যেভাবেই হোক ফিরিয়ে আনতে হবে। কয়েকজন খ্রিষ্টানকে ফিরিয়েও এনেছিল। তারপর গোবর খাওয়ায়ে প্রায়শ্চিত্ত করে এদের কূলে তুলে নিয়েছিল শ্রদ্ধানন্দ বাবু। মুসলমানদের কাছেও শ্রদ্ধানন্দ বাবুর এই দাওয়াতই ছিল।

মনে হয় শ্রদ্ধানন্দের সেই দাওয়াত এত দিন পরে মুসলমানরা কবুল করতে শুরু করেছে। পোশাকে আশাকে, চিন্তায়, চেতনায়, আচার আচারণে কোথাও ওরা আর মুসলমান নেই।

তাবিজ কবজ করা

ইসলাম পূর্ব যুগে ইহুদিরা তাবিজ কবজের ব্যবসা করত। রাসূল (সা:) তাবিজ কবজ ব্যবহার করতে কঠিনভাবে নিষেধ করে দেন। অথচ সেই তাবিজ কবজ এখন এমনভাবে জেকে বসেছে মুসলমানদের মধ্যে যে, কুরআনের আয়াতকে অনেকে মনে করে তাবিজের জন্য নাযিল হয়েছে। নিয়ামুল কুরআন কিতাব খানি পড়লে মনে হবে তাবিজ ছাড়া কুরআনের আর কোন উদ্দেশ্য বা কাজই নেই। সূরা ইয়াসিনের নকসা আর-রাহমানের নকসা, আয়াতুল কুরসির নকসা এমনিভাবে বিভিন্ন সূরার নকসা এমনকি পুরা কুরআন শরিফেরও নকসা বানিয়ে দিয়েছে সংখ্যা দিয়ে। যারা এইসব তাবিজ কবজ লিখে দেয় তারা আল্লাহ ওয়ালা এবং হুজুর নামে পরিচিত। অথচ তাবিজ কবজ দিতে আর নিতে রাসূল (সা:) কড়াভাবে নিষেধ করেছেন।

www.amarboi.org

তবে ঝাড় ফুক, দোয়া মোনাজাত জায়েজ আছে। একবার এক সাহাবী এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল আমরা জাহেলিয়াতের জামানায় সাপ বিচ্ছুতে কামড় দিলে ঝাড় ফুক করতাম এবং তাতে ভালো হয়ে যেতাম।'

রাসূল (সা:) বললেন, "তোমরা যে কালাম পড়ে ঝাড় ফুক করতে তা আমাকে শোনাও। সাহাবী তা পড়ে শোনালেন। রাসূল (সা:) তার মধ্য থেকে কয়েকটি আপত্তিজনক কথা বাদ দিয়ে বাকী অংশ পড়ে ঝাড় ফুক করতে বললেন।

আমার পরিচিত এক ব্যক্তি ঝাড় ফুক করে। প্রচুর লোক আসে তার কাছে পানি পড়া তেল পড়া নিতে। আমার জানতে ইচ্ছে হলো এই অশিক্ষিত লোকটি কি দিয়ে ঝাড়ে কিংবা পানি পড়া তেল পড়া দেয়? একদিন অনেক অনুরোধের পর সে তার মন্ত্র আমাকে পড়ে শোনালেন।

আল্লাহ, রাসূল, পীর-পয়গম্বর, গাউস-কুতুব, রাম-লক্ষ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ যত আছে ভুত। ত্রেত্রিশ কোটি দেবদেবী, মহাদেব, কালী, আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী হায়দার।

বললাম সর্বনাশ! আপনি তো কঠিন গুনাহের কাজ করেছেন। চরমভাবে শির্ক করেছেন। আল্লাহর কাছে তওবা করেন। আর এসব কথা বলে ঝাড়বেন না। কিন্তু সে লোক আমার কথায় গুরুত্ব দিলো না। বললো, "মানুষের উপকার হয় কেন আমি করব না? এ লোক নামাজ পড়ে, নিজেকে মুসলিম মিল্লাতের একজন বলেই দাবী করে। আবার অমাবশ্যার রাতে নদীতে দুধ কলা দিয়ে ভোগ দেয়।

আমার এক আত্মীয় আটরশী পীরের মুরীদ। কোনো কাজ শুরু করলে বিছমিল্লাহ না বলে খাজা বাবা বলে শুরু করে।

না এদের বুঝানো যায় না। এরা এতো বোঝে, বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে আর বলে আপনারা শুধু শরিয়ত বোঝেন এসব বুঝবেন না।

এসব দেখে মাঝে মাঝে মনটা খুব খারপ হয়। জন্ম শত্রু ইবলিশ আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করে এসেছিল।" "আপনার এইসব বান্দাকে আমি সামনের থেকে পেছন থেকে এমন ধোকা দেব যে, আপনি এদের অধিকাংশকেই জাহান্নামে দেখতে পাবেন।"

আল্লাহ বলেছিলেন, "তবে যে আমার প্রকৃত বান্দা তার উপর তোর কোনো ধোকাই কার্যকর হবে না।"

আমরা যেন ইবলিশের কাছে হেরে যাচ্ছি। ইবলিশের শত মুখী হামলার কাছে আমরা নাস্তানাবুদ। ভয় লাগে, তাহলে আমরা কি আল্লাহর প্রকৃত বান্দা নই? আমাদের এই পরাজয়ের একটা কারণ আমরা কুরআন আর হাদিসের শিক্ষা

www.amarboi.org

থেকে দূরে সরে গেছি। সেই যে রাসূল (সা:) বলেছিলেন "তোমরা তা মজবুত ভাবে ধরে থাকলে পথভ্রষ্ট হবে না। জিনিস দুটি হলো আল-কুরআন আর আমার সুন্নাহ।"

আমাদের সমাজের কয়জন মানুষ বুঝে শুনে কুরআন পড়ে? কয়জন মানুষ হাদিস পড়ে? আর পড়লেও এমন ভাবে পড়ে যা তার কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না।

কুরআন অর্থসহ বুঝে বুঝে যারা পড়ে না ইবলিশ তাদেরই ধোকায় ফেলে। ইবলিসের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র ঢাল হলো কুরআন বুঝে পড়া, সহীহ হাদিস পড়া, আর সেই অনুযায়ী কাজ করা। প্রত্যহ সকালবেলা ফজর নামাজের পর কুরআন এবং দু'চারটি হাদীস বুঝে বুঝে অধ্যয়নের আজ থেকে অভ্যাস করুন। এতেই জীবনের প্রতিটি কাজ সহজ হয়ে যাবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

প্রচলিত কুসংস্কার

এমন কিছু প্রচলিত কুসংস্কার আছে তা কিভাবে প্রচলিত হলো জানিনা। যেমন-

(১) রাতে কোনো কিছু ধার দেওয়া যাবে না। (২) পৌষমাসে ও বুধবারে গোলার ধান বের করা যাবে না। (৩) নতুন ঘরে মিলাদ দেওয়া। (৪) শবে বরাতে রুটি খাওয়া মসজিদে আলোক সজ্জা করা (৫) মহরম মাসে বিয়ে বন্ধ রাখা। (৬) পৌষ মাসে বিয়ে বন্ধ রাখা। (৭) যে ঘরে মানুষ মারা যায় সে ঘরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ঘরে বাতি জ্বালাবেন। (৮) মেয়েরা বাপের বাড়ির সম্পত্তি নিলে অকল্যাণ হয়। (৯) দীর্ঘদিন রোগে ভোগা রোগীর উদ্দেশে দোয়া ইউনুস খতম দিলে হায়াত না থাকলে তাড়াতাড়ি মারা যাবে আর হায়াত থাকলে সুস্থ্য হয়ে উঠবে মনে করা। (১০) ঘরে সন্ধ্যা বাতি না দিলে ক্ষতি মনে করা। (১১) কবরে মোমবাতি কিংবা আগরবাতি দেওয়া। (১২) চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবরে পানি ঢালা। (১৩) পীরের মাজারে গরু খাশি চাল ডাল নিয়ে যাওয়া। (১৪) দূর থেকে ডাকলেও পীররা শোনেন। তিনি আমার মনের কথা বোঝেন। এই কথা মনে করা শুধু কুসংস্কার ই নয় শির্কও বটে। (১৫) তাবিজ কবজ দেওয়া বা ব্যবহার করা। (১৬) রবিবার ও বৃহস্পতিবার বাঁশ না কাটা। (১৭) আল্লাহর নামে সাদকা ছেড়ে দেওয়া।

এটি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী একটি বিদ'য়াত ও কুসংস্কার। বিষয় হলো কারো রোগমুক্তি বা কল্যাণ কামনায় গরু কিংবা ছাগলের গলা থেকে দড়ি খুলে নিয়ে তা আল্লাহর নামে ছেড়ে দেয়। যে কোন গরীব মানুষ তা ধরে নিয়ে যেতে পারবে। কিংবা একাধিক মানুষ তা ধরে জবাই করে খেয়ে নিতে পারে এতে গরুর মালিক

www.amarboi.org

কোনো আপত্তি করবে না। অনেকে মোরগ মুরগীও ছেড়ে দেয় এইভাবে। তবে এইভাবে সাদকা ছেড়ে দেওয়ার কোনো বিধান ইসলামে নেই।

সাদকার নিয়ম হলো প্রাণীটি জবাই করে গরীব মিসকিন, এতিম বিধাবা (যারা গরীব)দের মধ্যে গোশত বন্টন করে দেবে অথবা কোনো নির্দিষ্ট গরীব মানুষকে নিজ হাতে দিয়ে দিবে। আর সাদকা বলতে শুধু প্রাণীই বুঝায় না টাকা পয়সা ফল ফসল সবই সাদকা হতে পারে।

ইবলিসের কাজের মারপ্যাচ দেখলে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। হাজ্বী শরিয়তুল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ঘোষণা দিয়ে ছিলেন যতদিন দেশ ইংরেজদের অধীনে তত দিন এদেশ 'দারুল হারব'। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এদেশে জুমার নামাজ প্রয়োজনয় নেই। কারণ জুমআর নামাজের খুতবায় দেশ ও দেশের প্রধানদের জন্য দোয়া করতে হয়। এদেশ যেহেতু দারুল হারব (শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত পরাধীন দেশ) দারুল হারবে জুমার নামাজ ওয়াজিব নয়।

হাজ্বী শরিয়তুল্লাহ ফাসেকি, বিদ'য়াতি এবং কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সমাজের প্রত্যেকে যেন ফরজ ওয়াজিব বুঝতে পারে সেই প্রচেষ্টা করে গেছেন সারাটি জীবন। কিন্তু বর্তমানে ঐ এলাকায় এমন কিছু লোক আছে যারা নিজেদের হাজ্বী শরিয়তুল্লাহর মুরীদ বলে দাবী করে। তাদের বংশের নামই এখন ফরায়েজী বংশ। সংক্ষেপে বলে ফরাজি। আর ঠিক এই কারণেই তারা জুমার নামাজ পড়ে না। এইসব তথা কথিত মুরিদরা হাজি শরিয়তুল্লাহর কোনো আদেশ উপদেশই মানে না শুধু মানে জুমার নামাজ পড়তে হবে না এই কথাটি। কিন্তু এই কথাটি কোন পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল তা ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করে না।

পীর না ধরলে পার হওয়া যাবেনা

এই ভিত্তিহীন কথাটি এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে যে, একে একেবাবে কুরআনের আয়াত মনে করে অনেকে। অথচ কথাটি একেবারেই বানোয়াট। পার হওয়ার একমাত্র পথ আল-কুরআন আর পথের দিশারী নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। এক ধরনের ইবলিশের দোসর যারা ইসলামকে বিকৃতি করার জন্য রাসূল (সাঃ) ও কুরআন কে বাদ দিয়ে এইসব অপপ্রচার করে বেড়ায়। প্রাচীন কালের পীর মাশায়েখদের কাহিনী কিছু গল্প বলুয়া ওয়ায়েজিনরা এমনভাবে বলে যে, তারা অনেকেই সত্যি মনে করে। যেমন বুআলী কলন্দর নামে এক আবেদের কথা বলা হয় যে, তিনি নাকি একাধারে বার বছর পানির মধ্যে দাড়িয়ে থেকে আল্লাহর ইবাদত করেছেন। তার দেহের নিম্নাংশ যেটুকু পানির নিচে ছিল সে

www.amarboi.org

অংশে কোনো গোশত ছিল না, সব মাছে খেয়েছে। আবার অন্য এক আবেদের কথা বলা হয় যে, তিনি গাছের ডালে পা বেঁধে নিচের দিকে মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করেছে। সত্যি যদি কেউ এইভাবে ইবাদাত করে থাকে সে তো ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। কারণ এসব তো ইসলাম বহির্ভূত কাজ কর্ম। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন ধার্মিক পুরুষ তো সেই ব্যক্তি যে (১) পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র পোষাক পরিহিত। (২) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করে। (৩) স্ত্রী-পুত্র-কন্যা অর্থাৎ পরিবার পরিজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। (৪) তাদের উত্তম শিক্ষা দেয়। (৫) নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করে। (৫) ব্যক্তি জীবনে, পরিবারে সমাজে এবং রাষ্ট্রে ইসলামের বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়। তার দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়।

এ সমস্ত কাজের সমষ্টির নামই ইবাদাত। হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, একবার তিনজন সাহাবী বলেছিলেন "আমরা তো নবী (সা:) এর মতো নই। আল্লাহ তো তাঁর আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। একজন বলল, "আমি এখন থেকে আর রাতে ঘুমাব না সারা রাত নামাজ পড়ব। দ্বিতীয় জন বলল, "আমি সারা জীবন বিয়ে কবর না। রাসূল (সা:) জানতে পেরে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এইরূপ বলেছ?" সাহাবীরা বললেন "হে আল্লাহর রাসূল আমরা এইরূপ বলেছি।" এতে রাসূল (সা:) রাগ করলেন। এমন কি তার চেহারায় রাগের চিহ্ন দেখা গেল। তিনি বললেন, "তোমাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশী জানি ও ভয় করি। আমি রাতে সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই। আমি কখনো রোজা রাখি আবার কখনো রাখি না। আমি বিয়ে করেছি। এটাই আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত পরিত্যাগ করবে সে আমর দলের না।" (সহী বুখারী)

রাসূল (সা:) এর এই হাদীসের মানদন্ডে ঐসব তথাকথিত আবেদরা তো মুসলিমই না, তারা তো রাসূল (সা:) দল বর্হির্ভূত।

তাযকিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থপ্রণেতা অলি আউলিয়াদের জীবনী লিখতে যেয়ে এতো বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করেছেন, যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এতে মুসলিম মিল্লাতের কোনো উপকার তো হয়নি বরং অপুরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এইসব বই পুস্তক পড়ে আর উদ্ভট গল্প শুনে অনেকেই ইসলামী আন্দোলন বিমুখ হয়ে গেছে। এমন কি অনেকেতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেরই গুরুত্ব অনুভব করছে না।

ইসলাম অত্যন্ত সহজ সরল জীবন ব্যবস্থা। এখানে কোনো জটিলতা নেই। এই জীবন ব্যবস্থা বা বিধান মেনে চলার মধ্যে দুনিয়ার শান্তি এবং আখেরাতের শান্তি নিহিত।

www.amarboi.org

সে দিন এক ভদ্র মহিলাকে কথা প্রসঙ্গে বললাম, "আপা আগামী শুক্রবার দিন আসেন আমার বাসায় বিকেল বেলা। স্থানীয় আরো কয়েক জন আসবে। কুরআন হাদিস থেকে আলোচনা হবে।"

ভদ্র মহিলা বললেন, "আমি জানি শুক্রবার দিন আপনার বাসায় তালিম হয়। কিন্তু যেয়ে ঐসব শুনে কি লাভ? এসব কি মানতে পারব? জেনে শুনে না মানলে আরো গুনাহ বেশি হবে।" কি চমৎকার হিসাব। ইবলিশের কি সুন্দর যুক্তি!

বললাম, "কি মানতে পারবেন না?"

"না মানে কুরআন হাদীস না পড়লেও অলি আউলিয়াদের জীবনী তো পড়েছি। ঐ সব কি আমাদের পক্ষে মানা সম্ভব?" কি বলব এই ভদ্র মহিলাকে? সে যে অজ্ঞতা, মূর্খতা আর কুসংস্কারের দড়ি দিয়ে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা।

এইসব তথা কথিত পীর আউলিয়াদের কিচ্ছা কাহিনী যে ইসলামকে একটা জটিল, কঠিন এবং মানার অযোগ্য করে তুলেছে সাধারণ মানুষের কাছে। মানতে পারবে না এই ভয়েই অনেকে ইসলাম থেকে দূরে থাকতে চায়। অথচ রাসূল (সা:) বলেছেন, "দ্বীন সহজ, যদি কেউ দ্বীনের কাজে বেশি কড়াকড়ি করে তবে দ্বীন তাকে অবশ্যই পরাজিত করে দেয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং (আল্লাহর) কাছাকাছি হও। আর হাসি মুখে থাক। আর সকালে, বিকালে ও রাতের কিছু অংশে সাহায্য চাও। (বুখারী)

অর্থাৎ দীনের কাজ বা দায়িত্ব সহজভাবে পালন করতে হবে। অপরের কাছে সহজভাবে পেশ করতে হবে। ঘুরে ফিরে আবার সেই পুরানো এবং সঠিক কথায় যাই। আমাদের পড়তে হবে কুরআন হাদিস এবং কুরআন হাদিস বুঝতে সাহায্য করে এমন সব বই পুস্তক অধিক পরিমানে পড়তে হবে। সেই সাথে কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং অন্যান্য বই পুস্তকও পড়তে হবে। তা না হলে সত্য মিথ্যা যাচাই করতে পারবেন না। নির্দিষ্ট কয়েকটি বই এর সিলেবাসের গন্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না করে ব্যাপকভাবে পড়ার দরকার আমাদের। তাহলে জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পার্থক্য বুঝা যাবে।

আল্লাহ সুবহানাল্লাহ যেন আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। কুসংস্কারের কুহক ছিড়ে আমরা যেন কুরআনকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমরা যেন হতে পারি পরিপূর্ণ মুসলিম। আল্লাহর অনুগত বান্দা, আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। আমীন। সুম্মা আমীন।

-সমাপ্ত-

www.amarboi.org

আমাদের প্রকাশিত লেখিকার অন্যান্য বই

১ ।আমরা কেমন মুসলমান

২ । স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন

৩ । তাকওয়া অর্জনই হোক মু'মিন জীবনের লক্ষ্য

৪ । কিছু সত্য বচন

তাছাড়া সহীভাবে ইসলামকে জানতে আরোও পড়ুন আমাদের প্রকাশিত নিম্মের গুরুত্বপূর্ণ বই সমূহ-

* রিয়াদুস সালেহী (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খন্ড)
* মহিলা সাহাবী
* কারাগারের রাতদিন
* মুসলিম নারীদের কীর্তিগাঁথা
* হিযাব
* ইসলামী সমাজ গঠনে মহিলাদের দায়িত্ব
* মৃত্যুর দুয়ারে সাহাবায়ে কেরাম
* দারসে হাদীস-ভলিউম-১
* দারসে হাদীস-ভলিউম-২
* দারসুল কুরআন-১
* দারসুল কুরআন-২
* আখিরাতের চিত্র
* ব্যবহারিক মাসলা মাসায়েল

আরোও অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ

www.amarboi.org

লেখিকার প্রকাশিত কয়েকটি বই

১. যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান
২. মহিমান্বিত তিনটি রাত
৩. যিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত
৪ দাউস কক্ষোণো জান্নাতে প্রবেশ করবে না
৫. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান
৬. স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন
৭. শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর
৮. নামাজ বেহেশতের চাবী
৯. সুনামী
১০. সাহাবাদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহতায়ালার জবাব
১১. ভালবাসা পেতে হলে
১২. কিছু সত্য বচন
১৩. তাকওয়াই হোক মো'মিন জীবনের লক্ষ্য
১৪. মাসুদা সুলতানা রুমি'র রচনা সমগ্র-১ ও ২

আরো জানতে পড়ুন-

১. মহিলা সাহাবী-নিয়ায ফতেহপুরী
২. মুসলিম নারীদের কীর্তিগাঁথা-মাও. শহীদুল ইসলাম ফারুকী
৩. হিযাব-ডা. মুহা. ইসমাইল মেমন মাদানী
৪. ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর দায়িত্ব-আবু সলিম মো: আব্দুল হাই
৫. ইসলামী সমাজ গঠনে মহিলাদের দায়িত্ব-জয়নব আল গাজালী
৬.কারাগারের রাতদিন-জয়নব আল গাজালী

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১-১২৮৫৮৬
PPBN : 060